সতর্কতা এড়িয়ে অলিম্পিক মশাল দেখতে হাজারোর ভিড়

ফুকুসিমা, ২৪ মার্চ : হাজারো সতর্কতা, সাবধানবাণী, নিষেধাজ্ঞাই সার। অলিম্পিক মশাল দেখতে মঙ্গলবারও হাজারো জাপানির ভিড়। করোনা অতিমহামারির সংক্রমণ রুখতে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোতেই বারণ করা হয়েছে, সেখানে ফুকুসিমায় হাজারখানেক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন অলিম্পিক মশালকে সামনাসামনি দেখতে। ইতিমধ্যে জাপানে ১৮৫২ জন করোনা আক্রান্ত, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন ৫২ জন। ২০১১ সালে ভূমিকম্পে সবথেকে বিধ্বস্ত হয়েছিল জাপানের যে শহরগুলি, তেমনই ছটি শহরকে বেছে নেওয়া হয় মশাল শিখা প্রদর্শনের কেন্দ্র হিসেবে। ধ্বংসস্তূপ থেকে কীভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের প্রাণ ফিরে পেয়েছে শহরগুলি, তারই নিদর্শন হিসেবে মশাল প্রজ্বলন দেখানো হবে বলে আগে থেকে প্রচার করা হয়েছিল। তাই জীবনে একবার মাত্র পেতে চলা এহেন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি অনেকে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও! যদিও প্রজ্বলিত অলিম্পিকের মশাল এরপর কোথায় থাকবে, তা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে আপাতত অলিম্পিক পিছিয়ে দেওয়ার ঘোষণা করে নাগরিকদের এভাবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মশাল দেখার হিড়িক হয়তো কমাতে সক্ষম হবে জাপান সরকার।

আইওসির সঙ্গে কথা বলার পর জাপানের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

একবছর পিছিয়ে গেল টোকিও অলিম্পিক

টোকিও, ২৪ মার্চ : আধুনিক অলিম্পিকের ১২৪ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম মুলতুবি হয়ে গেল 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'। করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ আক্রমণে যখন সারা বিশ্ব থরথর করে কাঁপছে, তখন অলিম্পিক যে কোনওভাবেই নির্ধারিত ২৪ জুলাই থেকে শুরু হতে পারবে না, তার আশঙ্কা ছিল ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা। বেশ কিছুদিন ধরেই এই নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছিল, শেষ অবধি মঙ্গলবার সেই আশঙ্কাতেই সিলমোহর দিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) সভাপতি টমাস বাখের সঙ্গে ভিডিও কলে দীর্ঘ আলোচনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আবে জানালেন, একবছর পিছিয়ে যাচ্ছে অলিম্পিক।

ঠিক কি বলেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী? ঠিক কতটা পিছোচ্ছে অলিম্পিক? আবে বলেছেন, 'আমরা সভাপতি বাখকে অনুরোধ করেছি অলিম্পিক একবছর পিছিয়ে দেওয়া যায় কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখতে। এতে বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী অ্যাথলিটদের পক্ষে তাঁদের সেরাটা দিতে অনেক বেশি সুবিধা হবে বলেই আমাদের মনে হয়। পাশাপাশি এর ফলে দর্শকদের কাছেও এই অলিম্পিক হবে অনেক বেশি সুরক্ষিত। উত্তরে আইওসি সভাপতি আমাদের জানিয়েছেন, তিনি এই মতামতের সঙ্গে একশো ভাগ একমত।' আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন জাপান সরকার অলিম্পিক নির্দিষ্ট সময়ে করতে। টাকা খরচ করেছিলেন জলের মতো। কিন্তু শেষরক্ষা হল না, সাময়িকভাবে হলেও, মাথা নোয়াতে হল অজানা ভাইরাসের কাছে।

টোকিও শহরের গভর্নর ইউরিকো কোইকে কদিন আগেও আশা প্রকাশ করেছিলেন জুলাই-অগাস্ট মাসেই হবে অলিম্পিক। মঙ্গলবার তিনি বলেন, আগামী বছর হলেও তাঁরা কিন্তু টোকিও ২০২০ নামটা বদলাবেন না। এটা সম্ভবত তাঁদের কাছে সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো। ইতিপূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য তিনবার সম্পূর্ণ বাতিল হয়েছে অলিম্পিক—১৯১৬, ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে। কিন্তু এইভাবে ভাইরাসের আক্রমণে পিছিয়ে দিতে হচ্ছে ১০ বিলিয়ন ডলারের অলিম্পিক, বিশ্বের ক্রীড়া ইতিহাসে এটি একেবারেই অভূতপূর্ব ঘটনা। পরের বছর ঠিক কোন সময়ে হবে এই অলিম্পিক, তাও এখন খোলসা করে বলতে পারেননি আইওসি, জাপান সরকার। শুধু ২০২১ গ্রীষ্মে অলিম্পিক হবে বলেই চুপ করে গিয়েছেন আবে।

আসলে একবছর পিছিয়ে দেওয়া হল বললেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তেমনটা তো নয়। বরং তৈরি হবে আরও নানা সমস্যা, যার মোকবিলা করতে হিসসিম খাবে সমগ্র ক্রীড়াবিশ্ব। লন্ডভন্ড হয়ে যাবে যাবতীয় খেলাধূলার সূচি, যা কিনা তৈরি হয়ে আছে বহু আগে থেকে। বহু নামী ক্রীড়াবিদ ওই সময়ে আগাম চুক্তিবদ্ধ হয়ে আছেন অন্যান্য নানা ইভেন্টের সঙ্গে। সেগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে অলিম্পিকের আসরে অবতীর্ণ হতে মুশকিলে পড়তে হতে পারে তাঁদের। সর্বোপরি হঠাৎই অলিম্পিক পিছিয়ে যাওয়ায় বেশ বড়সড় আঘাত নেমে আসতে পারে জাপানের অর্থনীতির ওপর। টেলিভিশন কোম্পানিগুলির সঙ্গে ইতিমধ্যেই চুক্তিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আইওসি, সেই টাকাও শেষ অবধি পাওয়া যাবে কিনা তাই নিয়েও গভীর সন্দেহ আছে। এককথায় চরম ল্যাজে গোবরে অবস্থা বিশ্বজুড়ে অলিম্পিক পরিবারের।

কিন্তু উপায় কি? মৃত্যুদূত ভাইরাসের সামনে চরম অসহায় যাবতীয় চাকচিক্য, জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন, টাকার হাতছানি। ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল কানাডা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে বেশিরভাগ বড় দেশ। এখনই অলিম্পিক বন্ধ করে দেওয়া হোক দাবি তুলেছিলেন পৃথিবীর প্রথমসারির অ্যাথলিটরা। মুখে না বললেও আইওসি রবিবার তাদের জরুরি সভায় অলিম্পিক মুলতুবি করে দেওয়ার সিদ্ধান্তই নিয়েছিল। চার সপ্তাহ বাদে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে প্রকাশ্যে জানালেও বুঝতে কারো বাকি ছিল না কোন পথে হাঁটছে তারা। তার ওপর আইওসি-র সিনিয়ার সদস্য ডিক পাউন্ড সভা থেকে বেরিয়ে বলেই দিয়েছিলেন অলিম্পিক পিছোচ্ছে, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামহলে অত্যন্ত নামী মানুষ বলে পরিচিত পাউন্ড বলেছিলেন, 'আইওসি-র কাছে যা তথ্য আছে, তার ভিত্তিতে এটাই মনে হয় যে গেমস মুলতুবি হচ্ছে। যাই হয়ে যাক, ২৪ জুলাই অলিম্পিক যে শুরু হচ্ছে না তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে অলিম্পিকের আয়োজনের সঙ্গে এত বেশি মানুষ জড়িত যে, এককথায় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। জাপান সরকার আছে, যাবতীয় জাতীয় ফেডারেশনগুলি আছে, অ্যাথলিটরা আছেন। সবার সঙ্গে কথা বলার পর চার সপ্তাহ বাদে আইওসি তাদের প্ল্যান 'বি' ঘোষণা করবেন। এখন 'পি' নামক একটি শব্দই মাথায় রেখে চলুন। যার মানে একটাই-পোস্টপোনমেন্ট।'

পাউন্ডের কথায় একটা কথা পরিষ্কার, জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলার আগেই আইওসি সভাপতি জানতেন ঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যাচ্ছেন তাঁরা।

অলিম্পিক বুলেট

- ১৮৯৬ সালে এথেন্সে জন্ম আধুনিক অলিম্পিকের।
- ১২৪ বছরে এই প্রথমবার পিছিয়ে দিতে হল কোনও অলিম্পিক।
- ১৯১৬ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে অনুষ্ঠিত হয়নি অলিম্পিক। হওয়ার কথা ছিল বার্লিনে।
- ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে অনুষ্ঠিত হয়নি অলিম্পিক। হওয়ার কথা ছিল এই টোকিওতেই।
- ১৯৪৪ সালেও চলছিল যুদ্ধ। তাই লন্ডন শহরে অলিম্পিক হওয়ার কথা হলেও তার কোনও সুযোগই ছিল না।

শুরুর ১২২ দিন আগেই একবছরের জন্য স্থগিত হয়ে গেল টোকিও অলিম্পিক।

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন গম্ভীর, বজরং

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের লড়াইয়ে শামিল হতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন পেশার মানুষজন। তাঁদের মধ্যে আছেন অনেক ক্রীড়াবিদও। এঁদেরই একজন হলেন গৌতম গম্ভীর। বেশ কিছুদিন হল ক্রিকেটের ময়দান ছেড়ে তিনি যোগ দিয়েছেন রাজনীতিতে। বর্তমানে তিনি পূর্ব দিল্লি থেকে সংসদ সদস্য। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে একটি চিঠি লিখে তিনি জানিয়েছেন, নিজের সাংসদ তহবিল থেকে তিনি করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ৫০ লক্ষ টাকা তুলে দেবেন। চিঠিতে তিনি বলেছেন, দিল্লি সরকারের অফিসাররা যেন তাঁর অফিসে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করেন। পাশাপাশি অন্য ধরনের একটি হুমকিও দিয়ে রেখেছেন এই প্রাক্তন বাঁ হাতি ওপেনিং ব্যাটসম্যান। তিনি বলেন, 'করোনা নিয়ে সরকারি নির্দেশাবলি যে সমস্ত মানুষ মানবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমার সাফ কথা, হয় নির্দেশ মেনে ঘরের ভিতরে থাকুন, নইলে জেলের ভিতরে থাকুন।' একা গম্ভীর নন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ৬৫ কেজিতে বিশ্বের অন্যতম সেরা কুস্তিগির বজরং পুনিয়াও। ভারতীয় রেলের অফিসার বজরং বলেছেন, করোনা নির্মূলীকরণ কার্যের সহায়তায় তিনি তাঁর ছয়মাসের মাইনে দান করবেন বলে ঠিক করেছেন। সঙ্গে জানিয়েছেন 'করোনার বিরুদ্ধে লড়াইটাই আগে, অলিম্পিক পরের কথা। যদি পরিস্থিতির উন্নতি না হয় এবং আগামী দু-তিনমাস ধরে এমনই চলে, তাহলে অলিম্পিক বাতিল করাই সবচেয়ে ভালো কাজ হবে। প্রচুর দেশ তো অ্যাথলিট পাঠাবেই না। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া তো ইতিমধ্যে সেই কথা জানিয়ে দিয়েছে। এটা শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের সমস্যা।'

আইএসএলে খেলতে মরিয়া

উৎকণ্ঠার মাঝেও আই লিগ জয়ের তৃপ্তিতে মজে সাইরাস

সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় ● কলকাতা

২৪ মার্চ : করোনার থাবায় স্তব্ধ কলকাতার ফুটবল ময়দান। আই লিগ শেষ হওয়ার আগেই থমকে গিয়েছে। কবে শুরু হবে, তার উত্তর নেই কারও কাছে। এমন পরিস্থিতিতে সামনের মরশুমের ভাবনা ঢুকে পড়েছে ফুটবলারদের মধ্যে। মোহনবাগানকে আই লিগ জেতানো কোচ কিবু ভিকুনাকে পেতে দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে আইএসএলের কেরালা ব্লাস্টার্স। কিবুর পথ ধরে জোসেবা বেইতিয়া, ফ্রান মোরান্তেদেরও নিজেদের জালে তুলতে মরিয়া কেরলের ফ্র্যাঞ্চাইজি। পাপা বাবাকর দিওয়ারা, কোমরন তুর্সোনভরাও সামনের মরশুম নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে কী করবেন বাগানের আর এক বিদেশি ড্যানিয়েল সাইরাস?

সবুজ-মেরুনে স্প্যানিশ সতীর্থদের মতো ড্যানিয়েলের চোখও সামনের মরশুমের আইএসএলে। করোনা প্রকোপে এখন সারা ভারত জুড়ে 'লক ডাউন' পরিস্থিতি। এই অবস্থায় বাকি ফুটবলারদের মতো গৃহবন্দি সাইরাস নিজেও। সেই অবসরেই ক্যারিবিয়ান তারকা বলেন, 'সামনের মরশুমেও আমি ভারতের মাটিতে খেলতে চাই। আমার একান্ত ইচ্ছে, আইএসএলের কোনও দলে খেলা। সেই ইচ্ছা পূরণ হবে কিনা, তা সময় বলবে।' আইএসএলের কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে কি প্রস্তাব পেয়েছেন? ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর জাতীয় দলে খেলা সাইরাস তা 'ভাঙতে' নারাজ। বরং হেয়ালির সুরে বললেন, 'এখনও কিছুই নিশ্চিত নয়। সারা বিশ্ব এখন করোনা নিয়ে আতঙ্কিত। সেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে হয়তো পরের মরশুম নিয়ে কথাবার্তা এগোবে।'

সারা ভারত জুড়ে করোনার প্রকোপ বাড়ছে। সাইরাসের দেশ ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতেও থাবা বসিয়েছে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস। তবে সেখানকার পরিস্থিতি যে আয়ত্তের মধ্যে সেটা মনে করিয়ে ক্যারিবিয়ান তারকা বলেন, 'ইউরোপে যেমন পুরোমাত্রায় করোনা ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের ওখানে তেমন হয়নি। কয়েকজন আক্রান্ত হওয়ার পরেই প্রশাসন সতর্ক হয়েছে। তবে ভারতের মতো ত্রিনিদাদেও এখন লক ডাউন পরিস্থিতি।' পাশাপাশি প্রিয় সবুজ-মেরুন সমর্থকদের কাছে তাঁর আবেদন, 'এটা উদ্বেগের সময়। এই সময় সকলকে ধৈর্য ধরতে হবে। পরিবারের পাশে থাকুন, তাঁদের সুস্থ রাখুন। নিজেও সুরক্ষিত থাকুন।' সাইরাসের পরিবার, তাঁর সন্তান রয়েছেন ত্রিনিদাদের প্লেমাউথে। তাঁদের নিয়েও চিন্তিত দীর্ঘদেহী এই ডিফেন্ডার। সাইরাসের কথায়, 'দুঃসময়ে পরিবারের পাশে থাকতে পারলে ভালো হত। তবে সবসময় ওদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখছি। সবাই সুস্থ রয়েছেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

হাতে এখন অখণ্ড অবসর। তবে নিজেকে ফিট রাখতে কোচ ভিকুনার নির্দেশ মতো আবাসনেই অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন সাইরাস। অন্য সময় সতীর্থদের সঙ্গে চুটিয়ে চলছে আড্ডা। আলোচনার মূল উপজীব্য অবশ্যই আই লিগ জয়। লিগ জয়ের স্মৃতি রোমন্থনে সাইরাস বলেন, 'আই লিগ জেতার মুহূর্ত আমার মনে চিরকাল থেকে যাবে। সমর্থকরা আমাদের ভালোবাসায় মুড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ট্রফি দিতে পারার আনন্দটাই আলাদা।' পাশাপাশি সাইরাসের চোখে ডার্বি নিয়ে মুগ্ধতার রেশ। বললেন, 'আমি এল ক্লাসিকো, মিলান-ডার্বি, ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বির কথা শুনেছি। কিন্তু কলকাতার ডার্বি এক কথায় অসাধারণ। এমন পরিবেশে আগে কখনও খেলিনি।' ট্রফি জয়ের কৃতিত্ব বেইতিয়া-মোরান্তে-ফ্রান গঞ্জালেজ কিংবা নংদাম্বা নাওরেম-শেখ সাহিলদের সঙ্গে ভাগ করলেও আলাদা করে বাবা দিওয়ারার প্রশংসা শোনা গেল সাইরাসের গলায়। ক্যারিবিয়ান তারকার কথায়, 'বাবার অন্তর্ভুক্তি দলের শক্তি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। লিগ জয়ে ওঁর অবদান ভোলার নয়।'

করোনায় খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্রামের সুযোগ মিলেছে বটে। তবে সারা বিশ্বে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে মন খারাপ সাইরাসের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রিয় সমর্থকদের সামনে বল পায়ে সবুজ-গালিচায় নামা যায়, ততই ভালো বলে জানান উইলিশ প্লাজা-মার্কাস জোসেফদের দেশোয়ালি তারকা।

রোনাল্ডিনহোর সঙ্গে দেখা করা বন্ধ

আসুনসিওন (প্যারাগুয়ে), ২৪ মার্চ : করোনা অতিমহামারির জের। জেলে গিয়ে রোনাল্ডিনহোর সঙ্গে দেখা করার ক্ষেত্রে জারি হল নিষেধাজ্ঞা। ভুয়ো পাসপোর্ট নিয়ে প্যারাগুয়েতে গিয়ে জেলবন্দি হয়েছেন দুইবারের বিশ্বসেরা ফুটবলার। রোনাল্ডিনহো ও তাঁর ভাই ৬ মার্চ থেকে জেলেবন্দি। প্যারাগুয়ের রাজধানী আসুনসিওনের উপকণ্ঠে জেলে বাকি কয়েদিদের সঙ্গে একসঙ্গে রয়েছেন ২০০২ ব্রাজিল বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য। আপাতত করোনার সংক্রমণ রুখতে জারি নির্দেশিকায় প্যারাগুয়ের প্রশাসন জানিয়েছে, সমস্ত বন্দিদের সঙ্গেই তাঁদের শুভানুধ্যায়ীদের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ। রোনাল্ডিনহোর আইনজীবী ও জেলরক্ষীরা সর্তকর্তামূলক মাস্ক ও গ্লাভস পরে তবেই দেখা করতে পারবেন রোনাল্ডিনহোর সঙ্গে। বাকি বন্দিদের মতো রোনাল্ডিনহোরও দৈনন্দিন স্বাস্থ্যপরীক্ষাও করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

নিয়ন (সুইৎজারল্যান্ড), ২৪ মার্চ : সিদ্ধান্ত আগেই হয়ে গিয়েছিল, শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা বাকি ছিল। এবার সেটাও হয়ে গেল। ইউরোপীয় ফুটবল ইউনিয়ন (উয়েফা) জানিয়ে দিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ইউরোপা লিগ এবং মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল হয়ে গেল। এই প্রতিযোগিতাগুলি আবার কবে শুরু হবে, নতুন সূচি কি হবে, তা পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল ৩০ মে, ইস্তানবুলে, তার তিনদিন আগে ছিল ইউরোপা লিগের ফাইনাল ম্যাচ। তবে খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আগেই। করোনার প্রকোপে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ইউরোপের প্রায় সবদেশের লিগ। ক্লাবগুলিও জীবাণু ছড়ানোর ভয়ে ফুটবলারদের বাড়ি বসে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। যাবতীয় অনুশীলন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে লিগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সামগ্রিকভাবে ফুটবল যে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হল, তার ক্ষতিপূরণ কিভাবে হবে এবং কতদিনে হবে তা কেউ বলতে পারছে না। ইউরোপের কথা ছেড়ে দিলেও, অস্ট্রেলিয়াতে লিগের কর্তারা প্রকাশ্যেই বলে দিয়েছেন তাঁদের দেশের লিগের আর্থিক কাঠামো ভেঙে পড়তে পারে। লিগ চালানোর বেশিরভাগ টাকা আসে টেলিভিশন থেকে। এবার সেটাও বন্ধ।

তারওপর অস্ট্রেলিয়া লিগের দলগুলি বছরের পর বছর লোকসানে চলছে। এবার এই ধাক্কা তারা কাটিয়ে উঠতে পারবে কিনা তাই নিয়ে সন্দিহান সবাই। ওদিকে ইংল্যান্ডে চলতি মরশুমের প্রিমিয়ার লিগ এখনই সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়ার দাবি তুলেছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন ডিফেন্ডার রিও ফার্দিনান্দ। তাঁর এই কথায় হইচই উঠতে বাধ্য, কারণ এবারের প্রিমিয়ার লিগ মুলতুবি করে দেওয়ার আগে অবধি ২৫ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে খেতাব প্রায় ঘরে তুলে ফেলেছিল লিভারপুল। ফার্দিনান্দ বলেছেন, 'আমি জানি, আমার কথায় লিভারপুল সমর্থকরা রে রে করে তেড়ে আসবেন। বলবেন রিও তো ম্যাঞ্চেস্টারে খেলত, এমন কথা ও তো বলবেই। কিন্তু আমার কথা সম্পূর্ণ অন্য। ভেবে দেখুন ফুটবলাররাও কিন্তু মানুষ। ওদের বিপদের কথা মাথায় রেখে লিগ এবারের মতো বন্ধ করে দেওয়াই শ্রেয়।'

করোনায় হকি বাতিল অস্ট্রেলিয়ায়

মেলবোর্ন, ২৪ মার্চ : করোনার প্রকোপের জেরে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল হকি অস্ট্রেলিয়া (এইচএ)। তবে জাতীয় স্তরে কোনও হকি টুর্নামেন্ট আয়োজন করা সম্ভব না হলেও পরের বছর যাতে আঞ্চলিক টুর্নামেন্টগুলি আয়োজন করা যায়, তার জন্য হকি অস্ট্রেলিয়ার সদস্য সংস্থার কর্তাদের উদ্যোগের বার্তা দিল শীর্ষ কর্তৃপক্ষ। হকি অস্ট্রেলিয়ার তরফে বলা হয়েছে, 'অস্ট্রেলিয়ান মাস্টার্স হকি চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করার কথা ছিল জুন-জুলাইয়ে। কিন্তু দেশব্যাপী করোনার প্রকোপকে মাথায় রেখে সেই প্রতিযোগিতা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শুধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ নয়, অগাস্ট পর্যন্ত সমস্ত প্রতিযোগিতাই বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে স্থানীয় টুর্নামেন্ট পরে কীভাবে আয়োজন করা যায়, তা নিয়ে মেম্বার্স অ্যাসোসিয়েশনগুলিকে উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।' বিশ্বব্যাপী করোনা প্রাদুর্ভাবের জন্য এখন বন্ধ রয়েছে হকির প্রো-লিগ ম্যাচও। ১৭ মে পর্যন্ত সমস্ত প্রতিযোগিতা স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন (এফআইএইচ)।

করোনা সতর্কতার প্রচারে মেসির সঙ্গে সুনীলও

জুরিখ, ২৪ মার্চ : বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে বিশেষ পদক্ষেপ নিল ফিফা। বিশ্ব ফুটবলের সর্বময় নিয়ামক সংস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) সঙ্গে নামছে করোনা প্রতিরোধী সতর্কতামূলক প্রচারাভিযানে। যে কাজে ফিফা প্রাক্তন ও বর্তমান মিলিয়ে বেছে নিয়েছে ২৮ জন ফুটবলারকে। যে তালিকায় স্থান পেয়েছেন ভারতীয় ফুটবল অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। লিওনেল মেসি, জাভি হার্নান্ডেজ, জিয়ানলুইগি বুঁফো, স্যামুয়েল এটোর মতো কিংবদন্তিরাও রয়েছেন যে তালিকায়। হু-কে ১০ মিলিয়ন ডলার অর্থসাহায্যের পাশাপাশি ২৮ জন শুভেচ্ছাদূত বেছে নিয়ে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্টিনো বলেছেন, 'করোনার প্রভাব থেকে বাঁচতে একসঙ্গে কাজ করতে হবে আমাদের। হু-র পাশে দাঁড়িয়ে তাই বিশ্বের সেরা প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবলারদের প্রচারাভিযানের কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে নিয়মমাফিক সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, ঘরে থাকা সহ হু-র বিভিন্ন নির্দেশ বিশ্বের ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে পৌঁছে দেবেন ফুটবলাররা। হু-র ডিরেক্টর জেনারেল আদহানোম গ্রেবেসাস বলেন, 'অতিমহামারির একেবারের শুরুর পর্ব থেকে ফিফা ও সংস্থার সভাপতি ইনফ্যান্টিনোকে পাশে পেয়েছি। আসতে চলা বিশেষ প্রচারাভিযানে বিশ্বব্যাপী মানুষকে আরও সতর্ক করে সকলে মিলে করোনাকে রুখে দেওয়ার আশা রাখি।' এমনিতেই ফিফা ও হু-র উদ্যোগে শুরু হতে চলা প্রচারাভিযানের অনেক আগে থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সবাইকে সতর্ক করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সুনীল। স্ত্রী সোনমের সঙ্গে স্বেচ্ছা ঘরবন্দি থাকা, রান্না ও গৃহকর্মের সহায়ককে আগেই ছুটি দিয়ে সর্তকর্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই আগে থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলার কথা জানিয়েছিলেন সুনীল। ভারতে বাড়তে থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দেখে বাকিদের মতোই উদ্‌বিগ্ন হলেও আশার আলোর খোঁজ করে মঙ্গলবার সুনীল সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'লড়াইটা সহজ হবে না। তবে ঘরে নিজেকে আবদ্ধ রাখলে নিজের ও পরিবারের সবাইকে সুস্থ রাখা যাবে। এই লড়াইটা আমাদের সবাইকে একসঙ্গে লড়তে হবে।'

নির্বাচিত ২৮ জন ঃ সামি আল জাবের (সৌদি আরব), অ্যালিসন বেকার (ব্রাজিল), এমরে বেলজোঘলৌ (তুরস্ক), জারেদ বরগেত্তি (মেক্সিকো), জিয়ানলুইগি বুঁফো (ইতালি), ইকের ক্যাসিয়াস (স্পেন), সুনীল ছেত্রী (ভারত), ইউরি জোরকায়েফ (ফ্রান্স), হান ডুয়ান (চিন), স্যামুয়েল এটো (ক্যামেরুন), রাদামেল ফালকাও (কলম্বিয়া), লৌরা জর্জেস (ফ্রান্স), ভালেরি কারপিন (রাশিয়া), মিরোস্লাভ ক্লোজে (জার্মানি), ফিলিপ লাম (জার্মানি), গ্যারি লিনেকার (ইংল্যান্ড), কার্লি লয়েড (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা), মিডো (মিশর), মাইকেল ওয়েন (ইংল্যান্ড), পার্ক-জি-সুং (দক্ষিণ কোরিয়া), কার্লোস পুওল (স্পেন), সেলিয়া সাসিচ (জার্মানি), আসাকো তাকাকুরা (জাপান), ইয়াইয়া তোরে (আইভোরি কোস্ট), হুয়ান সেবাস্টিয়ান ভেরন (আর্জেন্টিনা), সুন ওয়েন (চিন), জাভি হার্নান্ডেজ (স্পেন)।

স্ত্রী আন্তোনেল্লা ও তিন সন্তানের সঙ্গে লিওনেল মেসি।

ধনীতম ফুটবলার এলএম টেন

বার্সেলোনা, ২৪ মার্চ : লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও নেইমার। বিশ্বব্যাপী ফুটবলারদের মধ্যে অর্থ উপার্জনের তালিকায় সবার ওপরে এই তিনজন। ফরাসি ফুটবল ম্যাগাজিনের প্রকাশিত খবর যে তথ্য জানাচ্ছে। ফুটবলারদের আর্থিক উপার্জন, প্রাপ্ত বোনাস ও ফুটবল মাঠে তোলা ছবি থেকে প্রাপ্ত স্বত্বের মূল্য মিলিয়ে তৈরি হয়েছে যে তালিকা। যেখানে ধনীতম মেসি। ছয়বারের বিশ্বসেরা এলএম টেনের বার্ষিক ফুটবল সংক্রান্ত উপার্জন ১৩১ মিলিয়ন ইউরো। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১০৮১ কোটি টাকা। ১১৮ ও ৯৫ মিলিয়ন বার্ষিক উপার্জনে যথাক্রমে দুই ও তিনে রোনাল্ডো এবং নেইমার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৯৭৪ কোটি ও ৭৮৫ কোটি টাকা। তিন মেগাস্টারের থেকে চার নম্বরে থাকা গ্যারেথ বেলের ফুটবলকেন্দ্রিক বার্ষিক উপার্জন তুলনামূলক অনেকটাই কম। ৩৮.৭ মিলিয়ন ইউরো। ভারতীয় মুদ্রায় ৩২০ কোটি টাকা। কোচেদের যে তালিকায় সবার ওপরে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের দিয়েগো সিমিওনে (৪০.৫ মিলিয়ন ইউরো)। এরপর ইন্টার মিলানের আন্তোনিও কন্তে (৩০ মিলিয়ন ইউরো) ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটির পেপ গুয়ার্দিওলা (২৭ মিলিয়ন ইউরো)।

প্রয়াত লতিফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : প্রয়াত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার ও কোচ আবদুল লতিফ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। হায়দরাবাদে জন্ম এই ভারতীয় মিডফিল্ডার ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ খেলেছেন সাদা-কালো জার্সি গায়ে। ১৯৭০-এর ব্যাংকক এশিয়াডে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন তিনি। এছাড়া ভারতের হয়ে খেলেছেন ১৯৬৮-র এশিয়া কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এবং ১৯৬৯-এ মারডেকা কাপে। '৭৮ থেকে '৮০- এই সময়ে কলকাতায় মহমেডানের কোচিং দায়িত্বও সামলেছেন লতিফ। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে মহমেডানের ক্লাবকর্তারা।